Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৮ জুলাই, ২০১৭

৪০ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ১৭ জুলাই, ২০১৭, সোমবার, ৩২ আষাঢ়, ১৪২৪

দুর্গাপুর নগর নিগমের নির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা ও নিবাচনী ইস্তাহার প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ জুলাই, দুর্গাপুর : সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত ভিড়ে ঠাসা কর্মীসভায় আসন্ন দুর্গাপুর নগর নিগমের নির্বাচনের জন্য বামফ্রন্ট প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ও নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করল। নির্বাচনী ইস্তাহার আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন সিপিআই(এম)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। তাঁর হাতে ইস্তাহারের কপি তুলে দেন পার্টি নেতা পঙ্কজ রায় সরকার।

বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন সিপিআই(এম)-এর পশ্চিম বর্ধমান

—এরপর চারের পাতায়

জেলায় সম্প্রীতি রক্ষার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ জুলাই : পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় বিশাল মিছিল করে এলাকার মানুষ। সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বুধবার কালনা শহরে সম্প্রীতি মিছিল সংগঠিত হয়। কালনা চকবাজারে জমায়েতের পর মিছিল শুরু হয়। সারা কালনা শহরে শ্লোগান মুখরিত মিছিল পরিক্রমার পর বৈদ্যপুর মোড়ে পথসভা হয়। বক্তব্য রাখেন ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, স্বপন ব্যানার্জী প্রমুখ। বক্তারা বলেন, বরকতির মুসলিম রাষ্ট্র আর দাঙ্গাবাজ বিজেপির হিন্দু রাষ্ট্র—এসব নিয়ে আম জনতার কোনো আগ্রহ নেই। বেকারদের চাকুরি চাই, জিনিসপত্রের দাম কমানো, সুস্বাস্থ্য ও সু-শিক্ষা চাই, আর সুখ শান্তি ভরা নাগরিক জীবন চাই। হিন্দু রাষ্ট্র, মুসলিম রাষ্ট্রের ধ্বনি তুলে অপদার্থ সরকারগুলো মানুষের বাঁচার লড়াইকে দু-টুকরো করে দুর্বল করতে

—এরপর চারের পাতায়

‘নির্মল’ পঞ্চায়েতে ময়লা ফেলে দূষিত করছে পৌরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১২ জুলাই : মেমারি পৌর এলাকার সমস্ত ময়লা ‘নির্মল’ বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড করে ফেলা হচ্ছিল। ‘নির্মল পঞ্চায়েত’ এলাকায় ময়লা ফেলার বিরুদ্ধে বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রচার শুরু হয় ফ্লেক্স ফেস্টুন লাগিয়ে। কিন্তু সেই প্রচারের কোনো তোয়াক্কা করছে না মেমারি পৌরসভা। ময়লা ফেলা সমানেই চলছে। এলাকার মানুষের ক্ষোভ যেকোনো সময় বিক্ষোভে পরিণত হতে পারে।

সমবায়ে বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের বিপুল জয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৪ জুলাই : সেইল সমবায় আবাসন-এর সার্ভিস কো-অপারেটিভ ‘দুর্গাপুর সেইল এমপ্লয়িজ প্রাইমারি কমন সার্ভিস সোসাইটি লিমিটেড’-এর বোর্ড নির্বাচনে বামপন্থী ও প্রগতিশীল প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হলেন। বর্তমানে এই সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১৪৪২। মোট ৬০ জন প্রতিনিধি সহ ৩৩ কেন্দ্রের নির্বাচন হওয়ার কথা আছে আগামী ২৪ জুলাই। গতকাল মনোয়ন প্রত্যাহাররে শেষ দিনে মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর দেখা যায় যে মোট ৬০ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৫১ জন বামপন্থী ও প্রগতিশীল প্রার্থী ২৯টি কেন্দ্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। বাকি চারটি কেন্দ্র সহ ৮টি আসনের জন্য নির্বাচন হবে আগামী ২৪ জুলাই। প্রসঙ্গত, গত ২০০৮ সাল থেকে বামপন্থী ও প্রগতিশীলরা এই সমবায়ের বোর্ড নির্বাচনে লাগাতার জয়লাভ করে বোর্ড পরিচালনা করছেন। এই সমবায়ের পক্ষ থেকে সমবায় অঞ্চলে রাস্তার আলোর রক্ষণাবেক্ষণ, জল- বিদ্যুৎ-নিকাশী ব্যবস্থার মেরামতি, জঞ্জাল অপসারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক পরিষেবা দেওয়া হয়।

গত ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরে, দুর্গাপুরে সমবায় ব্যাঙ্ক ক্রেতা সমবায়-ক্রীড়া সংস্থা ও পৌর নির্বাচন সহ বিভিন্ন নির্বাচনে শাসকদল ভয়াবহ সন্ত্রাস চালিয়ে কার্যত বামপন্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়নি। এই সমবায়ের পরিচালন সমিতির নির্বাচন নিয়েও নানা টালবাহানা শুরু হয়। অবশেষে গত ৫ এপ্রিল ভোট গ্রহণের দিন ঘোষিত হলেও পরে রাজ্য সরকারের সমবায় দফতর থেকে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। এই অবস্থায় পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে কোর্ট অবিলম্বে নির্বাচনের দিন ঘোষণার নির্দেশ দিলেও অযথা

—এরপর চারের পাতায়

ন্যূনতম মজুরির দাবিতে বিডিও-কে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ জুলাই : খেতমজুরদের সরকার-নির্ধারিত মজুরি দেওয়ার দাবিতে কালনার দুই বিডিও-কে পৃথকভাবে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তার আগে সারা ভারত কৃষকসভা ও খেতমজুর সমিতির কালনা-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে ক্ষেতমজুরদের জমায়েত হয় সিঙ্গারকোন বাজারে। সেখান থেকে মিছিল করে গিয়ে কালনা-২ বিডিও দফতরের গেটে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। দাবিগুলোর সপক্ষে বক্তব্য রাখেন মহম্মদ আলী, তপন মুখার্জী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকুমার দুবে। অন্যদিকে মহম্মদ শাহ, সুশান্ত ব্যানার্জী, কাজী নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে দশজনের একটি

—এরপর চারের পাতায়

নিম্নচাপের বৃষ্টি স্বস্তি পাট চাষির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুলাই : টানা কয়েক ঘন্টার নিম্নচাপের বৃষ্টি চরম স্বস্তি এনে দিল কালনার পাটচাষিদের। খাল-বিল-ডোবার মতো জলাশয়গুলি ভরে গেছে। তাই পাট পচানোর ক্ষেত্রে আর কোনো অসুবিধা রইল না। তাই আজ সকাল থেকেই পাট কাটার ধুম লেগে যায়। এই পাট কাটার ছবি কালনা মহকুমার পাঁচ ব্লকেই। কৃষি দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এবার কালনা মহকুমায় আট হাজার হেক্টর জমিতে

—এরপর চারের পাতায়

চারাপোনা ছাড়া হল হাসপাতালের জলাশয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ জুলাই : রুগীর পাতে টাটকা মাছের ঝোল দেওয়ার লক্ষ্যে আজ কালনা সরকারি হাসপাতালের জলাশয়ে সরকারিভাবে মাছের ডিমপোনা ছাড়া হল। উপস্থিত ছিলেন কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়া,

—এরপর তিনের পাতায়

খামখেয়ালি বর্ষা দেরিতে আমন

কিশোর মাকর :

‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে
আয় রিমঝিম বরষার গগনে,
কাটফাটা রোদের আগুনে।’

এই চেনা গানও আর বাজে না। সেই জন্য বর্ষার ছবিও হারিয়ে গেছে। গত কয়েক বছর বর্ষার খামখেয়ালিপনা আরও বেড়েছে। তাতেই চাষির কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও চওড়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে উষ্ণায়নের প্রভাবের ফলেই এই খামখেয়ালিপনা। এখন যেটুকু বৃষ্টি পাওয়া যায় তা হয় কোনো ঘূর্ণাবর্ত অথবা নিম্নচাপের প্রভাবে। অথচ আবহাওয়া দপ্তর বলে চলে এই নিম্নচাপের হাত ধরেই বর্ষার আগমন ঘটবে। কিন্তু সেই ঝমঝমিয়ে চেনা বর্ষার

আর দেখা নেই। ভারত সরকারের মৌসম ভবনও আগাম পূর্বাভাস দেয় এবার ভালো বর্ষা হবে। ফলে জিনিসপত্রের দম কমবে। গত ক বছরে উষ্ণায়ন দেশের সমস্ত হিসেবনিকেশ পাল্টে দিয়েছে। গতবার মরুভূমির দেশ রাজস্থান ভালো বর্ষা পেয়েছে। আসামের চেরাপুঞ্জিতেও আর দুবার বর্ষা আসে না।

পশ্চিম বাংলায় এতদিন জুন মাসের ৬-১০ তারিখের মধ্যে বর্ষার আগমন ঘটতো। চাষিও মেঘের বৃষ্টিতে বীজতলা তৈরি করতো। আবার রোয়ানোর কাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার বর্ধমান জেলা এবার সেভাবে বর্ষা এখনও পায়নি। ফলে ধান রোয়ার কাজ জোর কদমে শুরু হচ্ছে না। বর্ধমান ব্লকে বৃষ্টি

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৭

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে
লেখা পাঠানো যাবে ৩১ জুলাই-এর মধ্যে
কপি রেখে লেখা পাঠান।
অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
আপনার লেখা পাঠাতে পারেন ই-মেলে
তবে অবশ্যই হার্ড কপি পাঠাতে হবে।
আমাদের mail id :
weeklynatunchithi@gmail.co,
dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

১৭ জুলাই, ২০১৭

কিম্ আশ্চর্যম্!

যত দিন যাচ্ছে কেন্দ্রে মোদী সরকারের কুৎসিত স্বৈরাচারী মুখ প্রকট হচ্ছে। ভারতের গণতন্ত্রই এখন রাষ্ট্রের হাতে আঘাতের নির্মম, নৃশংস হাতিয়ারস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন-এর জীবন ও কাজ নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র 'দি আর্গুমেনটেটিভ ইন্ডিয়ান'এর ওপর সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন ফতোয়া জারি করেছে। জানা গেছে কলকাতায় সেন্সর বোর্ডের দপ্তরে তথ্যচিত্রটি তিন ঘন্টা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বোর্ডের তরফে এই রায় দেওয়া হয়েছে।

অমর্ত্য সেনের মুখে উচ্চারিত গোরু, গুজরাট, ভারত সম্পর্কে হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, হিন্দু ভারত- এই গুটিকয় শব্দে তাদের ভীষণ আপত্তি। এক ঘন্টার এই তথ্যচিত্রে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতায় ভারতে গণতন্ত্রের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে গুজরাটের ২০০২ সালের ঘটনাবলীর প্রসঙ্গ এসেছে অমর্ত্য সেনের বক্তৃতায়। সেখানে তিনি রাষ্ট্রীয় মদতে অপরাধের কথা উল্লেখ করেছেন। তথ্যচিত্রটি ইতোমধ্যে লন্ডনে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে।

কিন্তু কেন এমনতর ঘটনা ঘটল?

আমরা জানি অমর্ত্য সেন অর্থনীতিবিদ। দেশ-বিদেশে তিনি ছাত্র পড়িয়ে বেড়ান। বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ তাঁকে সম্মান করেন। প্রকৃত অর্থে তিনি গরিব মানুষের জীবনের মানোন্নয়নে বিকল্প পথের দিশা দিতে সক্ষম। বর্তমান মোদী সরকারের তথাকথিত উন্নয়নকে সে কারণে তিনি দেশের সাধারণ মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন বলে মেনে নিতে পারেননি। স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং বিগত বছরগুলিতে বলিষ্ঠতার সঙ্গেই নিজের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

সম্ভবত আপত্তি সেই কারণেই।

স্বাভাবিকভাবেই অমর্ত্য সেনকে নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্রে মোদী সরকারের কাঁচি চালানোর প্রশ্নে প্রতিক্রিয়া আসছে বিভিন্ন মহল থেকে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে আমরা আশ্চর্য হয়েছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুইট করে এই সেন্সরশিপের প্রতিবাদ জানানোয়। এ কি কথা শুনি মন্থরার মুখে! এমনতর অভিব্যক্তি রাজ্যবাসীর। ২০১১-এর যেদিন থেকে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সেই দিন থেকেই রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত অনর্গল হুমকির অভিজ্ঞতায় জারিত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতো তিনিও অস্বস্তিকর কোনও মন্তব্য যে সহ্য করতে পারেন না!

বাসন্তী সরকারকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাদা, বর্ধমান ১২ জুলাই : প্রয়াত বাসন্তী সরকারের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করল রায়না প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এলাকার মানুষ। তিনি এলাকার শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। বামপন্থী শিক্ষক আন্দোলনে দক্ষিণ দামোদর এলাকাতে তাঁর অবদান আজও মানুষ মনে রাখে। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রায়না অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাসন্তীরঞ্জন স্মৃতি কম্পিউটার ভবনের উদ্বোধন হয় ১১ জুলাই। এদিন মৃত্যু দিবসে উদ্বোধন করেন তপোবন আশ্রমের মহারাজ প্রণবানন্দ মহারাজ। দাদুর শিক্ষাদরদী মনোভাব এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা আকৃষ্ট করে তাঁর নাতি অমিত সরকারকে। এজন্য তিনি কম্পিউটারগুলি দান করেন। সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমলেন্দু ঘোষ। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রয়াত বাসন্তীবাবুর স্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন পরিবারের সদস্যরা এবং প্রধান শিক্ষক আসগর আলি। বাসন্তী সরকার 'নতুন চিঠি'র একজন লেখক ছিলেন। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের ১১ জুলাই বার্ধক্যজনিত রোগে রায়নার নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি মরণোত্তর দেহদান করে এলাকাতে তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতার ছাপ রেখে গেছেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব জনসংখ্যাদিবস কবে প্রথম পালন করা হয়েছিল? তখন বিশ্বে লোকসংখ্যা কত ছিল?
২. চিলির প্রখ্যাত কবি, নেবেলজয়ী পাবলো নেরুদার প্রকৃত নাম কী ছিল? তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন?
৩. কমিউনিস্ট নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু?
৪. কোথায় কবে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা শুরু হয়? কোন দল চ্যাম্পিয়ন হয়?
৫. প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের 'কাপটি'-র কী নাম ছিল? পরে কী নাম হয়?
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ শুরু করেন?
৭. প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যের স্মৃতি 'বিজন থিয়েটার' কবে উদ্বোধন হয়? প্রথম নাটক পরিবেশিত হয় কোনটি?
৮. প্রখ্যাত সমাজসংস্কারক, লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত কবে কোথায় জন্মান?
৯. ভারতে প্রথম ডাকটিকিট কবে কোথায় মুদ্রিত হয়? দাম কত ছিল?
১০. বর্ধমান শহরে বর্ধমান হাসপাতালের কবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়? কে করেন? কবে কত শয্যা নিয়ে এটি ফ্রেজার হসপিটাল হয়েছিল?
১১. প্রখ্যাত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু?
১২. 'ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস'-এ মহিলারাও অংশ নিতে পারবেন কবে স্বীকৃত হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

মার্কসবাদ মুখস্তবিদ্যা নয়, প্রয়োগের দর্শন

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

মার্কসবাদের মৌলিক কথাটি মার্কস নিজেই বলে গিয়েছেন তাঁর Theses of Feuerbach-এর একাদশ সূত্রে — "The philosophers have only interpreted the world in various ways; the point, howerver, is to change it." অর্থাৎ দার্শনিকরা শুধু নানাভাবে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করেছেন; আসল বিষয়টি হল তাকে পরিবর্তনের। দর্শন একটি বিশ্ববীক্ষা—বিশ্বজগৎ, জাগতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং তার অন্তর্নিহিত সত্য ও গতিসূত্র অনুধাবনের একটি সামগ্রিক পদ্ধতি। মার্কসবাদ এই অর্থে একটি দর্শন। দর্শনের ভিত্তি তার জ্ঞানতত্ত্ব। জৈব ও অজৈব বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবসমাজ, এই নিয়ে বস্তুজগৎ। মানুষ এই বস্তুজগতেরই অঙ্গ। মানুষের জীবনের বস্তুগত শর্তাবলী, বস্তুগত সম্পদের উৎপাদন এবং তদ্‌জাত অর্থনৈতিক সম্পর্কই সমাজ-জীবনের মূল চালিকাশক্তি। মানুষ চেতনাবান বলেই এই বস্তুজগতকে সে জানতে চায়। বস্তুজগৎ তার জানার বিষয় (object) আর সে জানার কর্তা (subject)। কিন্তু তার জানা শুধু জানার জন্য নয়, পরিবর্তনের জন্য জানা। মৌমাছির সঙ্গে এক মানব স্থপতির পার্থক্য নির্ণয় করে মার্কস বলেছেন, মৌমাছি যে মধুচক্র নির্মাণ করে তা অপূর্ব হলেও এই নির্মাণ তার সহজপ্রকৃতি (instinct)-জাত, কোনো প্রাক্-পরিকল্পনার ফল নয়; কিন্তু একজন মানব স্থপতি বাস্তব নির্মাণের আগেই কল্পনায় তা নির্মাণ করে নেয়। বস্তুজগতকে জানার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকেও জানে, বস্তুজগতের বস্তুগত ও গুণগত পরিবর্তনে নিজের ভূমিকাকে জানে এবং বস্তুজগতের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজেকেও পরিবর্তিত করে চলে।

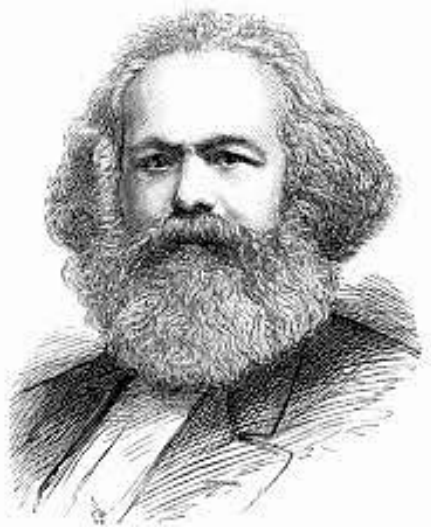

শ্রম ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উৎপাদিকা শক্তির উদ্ভব ও নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ ঘটে। মানুষের সামাজিক ইতিহাস এই উৎপাদিকা শক্তির অবিরাম ও অপ্রতিরোধ্য বিকাশের ইতিহাস। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের নির্দিষ্ট স্তর অনুযায়ী মানুষ গড়ে তোলে উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামো—যার মাধ্যমে ঠিক হয় (১) কে, কার জন্য, কীভাবে কতটা উৎপাদন করবে; (২) উৎপাদনের উপায় ও উপকরণগুলির মালিকানা কার হবে। এই উৎপাদন-ব্যবস্থাই একটি সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি রচনা করে, গড়ে ওঠে উৎপাদন-সম্পর্ক, এবং উৎপাদন-সম্পর্কের চরিত্র অনুযায়ী শোষক ও শোষিত শ্রেণির বিভাজন ও পারিপার্শ্বিক দ্বন্দ্ব। উৎপাদন-সম্পর্কের চরিত্র অনুযায়ী, অর্থনৈতিক, ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে সামাজিক-রাজনৈতিক-বৌদ্ধিক উপরিকাঠামো। মানুষের চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সবই এই উপরিকাঠামোর অঙ্গ। ভিত্তি ও উপরিকাঠামো মিলে তৈরি হয় একটি সমগ্র আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। ভিত্তি ও উপরিকাঠামো উভয়েরই অন্তর্গত সমাজবদ্ধ মানুষের যা-কিছু সৃষ্টি—বস্তুগত, আচরণগত ও চেতনাগত—সব নিয়েই তার সংস্কৃতি। এবং ভিত্তি অনুযায়ী গড়ে উঠলেও উপরিকাঠামো একধরনের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে এবং ভিত্তির সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে তাকেও প্রভাবিত করে। মানুষের ইতিহাস তাই মানুষের সচেতন শ্রমের, কর্মের, উৎপাদনের, সংস্কৃতি নির্মাণের ও পুনর্নির্মাণের ইতিহাস।

মার্কসবাদ তাই শুধুমাত্র একটি দার্শনিক তত্ত্ব নয়, প্রয়োগের মাধ্যমে সেই তত্ত্বকে বাস্তব করে তোলার তত্ত্ব। প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো তত্ত্বের বাস্তবায়ন সম্ভব হলে তবেই সেই তত্ত্বকে বিজ্ঞান বলা যায়, অন্যথায় নয়। সমাজ-পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে সত্য। কোনো তত্ত্বের নির্দেশনায় সমাজের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমেই সেই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিকতার প্রমাণ সম্ভব। কাজেই সমাজ পরিবর্তনের বিষয়গত ও বিষয়ীগত দুটি দিক আছে। এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা যান্ত্রিক বা একপক্ষীয় নয়, দ্বান্দ্বিক। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নিরিখে মানবসমাজের অন্তর্নিহিত সত্য ও তার ঐতিহাসিক গতিসূত্র নির্ণয় এবং তদনুযায়ী প্রয়োগের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রকল্পই হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তথা মার্কসবাদ। বিষয়বস্তু যেহেতু সমাজ, তাই প্রাকৃতিক বা ভৌতবিজ্ঞানের মতো তার গতি ও অভিমুখ সর্বদা সুনির্দিষ্ট ও পূর্বানুমানযোগ্য নয়। প্রতিটি সমাজেরই নিজস্ব আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, সেই অনুসারে রণনীতি ও রণকৌশল নির্ণয় এবং তদনুসারী শ্রেণি-সংগ্রামের মাধ্যমেই যে কেবল সেই সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব, এই মৌলিক সত্যটির প্রতি মার্কস বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মানুষই সমাজ গড়ে এবং সমাজ পাল্টায়, কিন্তু যেমন খুশি তেমন ভাবে তা পারে না। তাকে সেরকম কাজেই হাত দিতে হয়, যে কাজ তার পক্ষে সাধন করা সম্ভব।

কোনো সমাজের নৈব্যক্তিক ও বস্তুগত শর্তগুলি পরিপক্ক হয়ে না ওঠা পর্যন্ত, উৎপাদিকা শক্তির সমস্ত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের আগে কোনো সমাজব্যবস্থাই বিলুপ্ত হয় না। উৎপাদিকা শক্তির নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের একটি পর্যায়ে যখন স্থিত উৎপাদন-সম্পর্ক তার শৃঙ্খলে পরিণত হয়, তখনই দেখা দেয় বিপ্লবের কাল। বিপ্লবের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভিত্তির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী উপরিকাঠামোগত উপাদানগুলিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পুরাতন সমাজের গর্ভে তার অস্তিত্বের বস্তুগত শর্তগুলি পূর্ণ হবার আগে পর্যন্ত তাই উন্নততর কোনো উৎপাদন-সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারে না। অন্যদিকে বস্তুগত পরিস্থিতি যতই বিপ্লবের অনুকূল হোক না কেন, বিপ্লবকে অনিবার্য করে তোলার ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেতনা এবং সংগঠন ও সংগ্রামই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। মার্কসবাদের সার্থক প্রয়োগ বস্তুগত ও চেতনাগত এই দ্বৈত উপাদানের সম্মিলনেই সম্ভব। লেনিন ও মাও জে দঙ-এর মতো মার্কসবাদের সার্থক অনুসারীরা প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন।

সব সমাজের চরিত্র যেহেতু একই প্রকার নয়, তাই ছকে বাঁধা কোনো পরিবর্তনের পদ্ধতি সব সমাজের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য নয়। এখানে মার্কসের সতর্কবাণীটি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। রাশিয়ার Otechestvenniye Zapisski পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে এন কে মিখাইলোভস্কি-র একটি নিবন্ধের উত্তরে ১৮৭৭ সালের নভেম্বরে মার্কস লিখেছিলেন, নিবন্ধকার পশ্চিম ইওরোপে পুঁজিবাদের উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর (মার্কস-এর) খসড়াকে প্রতিটি দেশের বিকাশধারার, সে দেশের নিজস্ব ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত যা-ই হোক না কেন, দৈব-নির্দিষ্ট এক সর্বজনীন ঐতিহাসিক-দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে দেখাতে চান। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে অবিকল একই ধরনের ঘটনাও ভিন্ন ভিন্ন ফল দিতে পারে। প্রত্যেকটি বিবর্তনের রূপকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা এবং একের সঙ্গে অপরের তুলনার মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত সূত্রে পৌঁছানো সম্ভব। একটি ঐতিহাসিক দার্শনিক তত্ত্বকেই সকল দরজা খোলার মহাচাবি (Master key) হিসাবে ব্যবহার করতে গেলে তা একটি অতি-ঐতিহাসিক (supra-historical) প্রয়াসে পরিণত হতে বাধ্য। রোমের ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, সেখানে একদিকে জমি-হারানো কৃষকের উদ্ভব, যার শ্রম-ক্ষমতা ছাড়া আর অন্য কিছুই ছিল না, এবং অন্য দিকে এই শ্রমকে শোষণ করার উপযুক্ত এক সম্পদশালী শ্রেণির উদ্ভব ঘটলেও উৎপাদনপদ্ধতি হিসাবে যা দেখা দিল তা পুঁজিতন্ত্র নয়, দাস-ব্যবস্থা।

ইওরোপীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের ক্রমিক ঐতিহাসিক পর্যায়গুলিকে দাস-ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করলেও, এশীয় ব্যবস্থার মতো ব্যতিক্রমী সুপ্রাচীন ব্যবস্থার বিশেষ চরিত্রের কথাও মার্কস উল্লেখ করেছিলেন। ভারতের ক্ষেত্রে তার বর্ণ বা জাতব্যবস্থা (caste system) ও তৎসংলগ্ন অস্পৃশ্যতার অনন্য বৈশিষ্ট্যকে এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে সার্থকভাবে শ্রেণি-বিভাজনে উত্তীর্ণ করার উপরই নির্ভর করছে বিপ্লবী প্রয়াসের সার্থকতা।

বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ ও তদনুযায়ী শ্রেণি-সংগ্রাম গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে বিশ্বের নানা দেশে পরিবর্তনের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়েছে বলেই একটি প্রয়োগসিদ্ধ তত্ত্ব হিসাবে মার্কসবাদ বিজ্ঞানের প্রমাণ্যতা অর্জন করেছে। আবার যে-সব দেশ সেই প্রামাণ্যতা অর্জন করেও কালক্রমে তা হারিয়েছে, তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগের ব্যর্থতার বিজ্ঞানসম্মত কারণেই তা হারিয়েছে। কেননা তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের সম্পর্কটা দ্বান্দ্বিক এবং যেহেতু তা পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের তরঙ্গসঙ্কুল এক সার্বিক ও অবিরাম প্রবাহ, তাই কোনো একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসেই তা শেষ হয়ে যায় না, এই প্রবাহের যে-কোনো পর্যায়েই প্রয়োগজনিত ব্যর্থতা তাকে বিজ্ঞানের পথ থেকে ভ্রষ্ট করে বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিতে পারে। ইতিহাস সে কথাই প্রমাণ করেছে। মার্কসবাদ কোনো মুখস্থবিদ্যা নয়। ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, 'দৈব-নির্দিষ্ট এক সর্বজনীন ঐতিহাসিক-দার্শনিক তত্ত্ব' হিসাবে যান্ত্রিকভাবে মার্কসবাদের প্রয়োগ ঘটাতে গেলে তাই বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

কার্ল মার্কসের জন্ম-দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে মার্কসবাদ বিষয়ে মৌলিক লেখা আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। অনধিক ৬৫০ শব্দের মধ্যে লেখ পাঠাতে পারেন আমাদের দপ্তরে বা ই-মেলে।

দেশ ও সমাজ

ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থীদের পরাজয় ইউরোপে আশার আলো

কল্যাণ সান্যাল

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিম ইউরোপের দুটি দেশে নির্বাচন সম্পন্ন হয়— ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে। দুটি দেশেই নির্বাচনের ফলাফল যা ভাবা হয়েছিল তার থেকে আলাদা কিছুই হয়েছে। ইংল্যান্ডে রক্ষণশীল দলের সরকার হাউস অফ কমন্সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাড়িয়ে নেওয়ার আত্মবিশ্বাস দেখাতে গিয়ে বেশ ভালোরকম হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু জেরেমি করিবিনের নেতৃত্বে লেবার পার্টি টেরেসা মে-র নেতৃত্বে একটি রক্ষণশীল সরকার গড়ে ওঠা আটকাতে পারেনি। যদিও রক্ষণশীল দলের কট্টর ব্রেক্সিটপন্থীরা এবার ইউরোপিয়ান ইউয়িন থেকে বেরিয়ে আসার পর্বটি রূপায়ণে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। সব মিলিয়ে ব্রিটিশ রাজনীতির দক্ষিণপন্থীরা বিজয়ী হয়েও সুখী নয়। কিন্তু শ্রমিক দলের করিবিনপন্থীরা আরও একটু বেশি বামপন্থী হয়ে ওঠার চেষ্টা করবেন বলেই মনে হয়।

ইংলিশ চ্যানেলের অন্য দিকে ফ্রান্সে কিন্তু পরিস্থিতিটা অনেকটাই আলাদা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অনেকদিন ধরে ফ্রান্সে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী এবং মধ্যপন্থী—তিন ধারার রাজনৈতিক শক্তিই সক্রিয় ভাবে উপস্থিত ছিল। কিন্তু থ্রিস্টান ডেমোক্র্যাটদের শক্তিহীন হয়ে পড়ার কারণে সাম্প্রতিককালে সেদেশে বাম এবং দক্ষিণ এই দুই রাজনৈতিক শক্তির উপস্থিতি চোখে পড়ত। মধ্যপন্থার রাজনীতি বলা চলে অপ্রাসঙ্গিকই হয়ে পড়েছিল। এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নির্বাচনে মধ্যপন্থীরা আবার স্বমহিমায় ফিরে পেয়েছেন তাঁদের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা। সবথেকে বড় কথা হল এই জয় তাঁরা অর্জন করেছেন দক্ষিণপন্থীদের পরাজিত করে। পরাজয়বরণ করেছেন বামপন্থীরাও। কিন্তু পরাজয়ের অগৌরব দক্ষিণপন্থীদের অনেক বেশি এই কারণেই যে ফ্রান্স সহ ইউরোপের অনেক দেশেই দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তি বেশ মাথাচাড়া দিয়েছে। বিশেষত তা বেশি করে চোখে পড়ছে আমেরিকায় ট্রাম্প ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে।

ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ এবং অন্যতম বৃহত্তম শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে ফ্রান্স সারা বিশ্বেই একটি পরিচিত ব্যবস্থা। ১৯৯৩ সালে 'ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংগঠক হিসাবে ফ্রান্সের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শুধু গড়ে তোলা নয়। ওই সংগঠনটিকে শক্তপোক্ত আকার দেওয়ার ক্ষেত্রেও ফ্রান্স যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করেছে। ১৯৯৪ সালে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ১৯৯৯ সালে অভিন্ন মুদ্রা 'ইউরো' প্রবর্তন করে এই সংগঠন শুধু একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংগঠন নয়, একটি রাষ্ট্রসমবায় হিসাবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেকারণেই ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি পদে কে আসীন হলেন তা সারা পৃথিবীর মানুষের কৌতূহলের বিষয়। বিশেষত যখন ফ্রান্স হল রাষ্ট্রপতিশাসিত এবং পার্লামেন্টোরি ব্যবস্থার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি আমেরিকার রাষ্ট্রপতির মতো ক্ষমতাশালী না হলেও পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার রাষ্ট্রপ্রধানের মতোও নন। আধুনিককালে বাম-দক্ষিণ-মধ্যবর্তী— সব ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শের ধারকরা ফ্রাসে রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়েছেন। কিন্তু এই প্রথম সেদেশে অতি-দক্ষিণপন্থী একজন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কট্টরপন্থী, উগ্র-জাতীয়তাবাদী, বর্ণ-বিদ্বেষী, অভিবাসন-বিরোধী এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ছেড়ে ফ্রান্সের বেরিয়ে আসার পক্ষপাতী রাজনৈতিক দলের ক্ষমতালাভের সম্ভাবনা এবার শুধু ফ্রান্সেই নয় সারা বিশ্বেই বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থা আপাতত পিছু হটেছে। হয়তো বা পিছু হটেছে বামপন্থাও। কিন্তু মধ্যপন্থার অভূতপূর্ব বিজয়লাভে বামপন্থীদেরও ভূমিকা ছিল। তাই সঙ্গত কারণেই খুশি বামপন্থীরাও। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রথম পর্বে পরাজিত হয়ে অন্য সব প্রার্থী ছিটকে গেলেও ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এবং মরিন লা পেন যখন টিকে গেলেন তখন বামপন্থীরা ম্যাক্রোঁর জয়ই সুনিশ্চিত করতে চেয়েছেন। কারণ তাঁদের কাছে দক্ষিণপন্থার বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করতে মধ্যপন্থার সঙ্গে করমর্দন একটি অবশ্যকর্তব্য বলেই মনে হয়েছে। যদিও একথা ঠিকই যে ম্যাক্রোঁ তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যা রেখেছেন তার সবই বামপন্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ম্যাক্রোঁ খোলাখুলিভাবেই বিশ্বায়নপন্থী এবং বিকাশমুখী অর্থনৈতিক সংস্কারের পক্ষপাতী। এক লক্ষেরও বেশি সরকারি কর্মচারী ছাঁটই করার কথাও তিনি বলে রেখেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সম্ভাবনাকেই আমল দেননি। সন্ত্রাসের বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি অভিবাসীদের উপর দোষারোপ করতে রাজি নন। ২০০৫ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি তিনি হতে দেবেন না একথা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। স্বাস্থ্য ও কৃষিখাতে বহুগুণ খরচ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়ে রেখেছেন। তাই সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হয়েই তাঁকে বেছে নিয়েছেন। মোট প্রদত্ত ভোটের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটই তাঁর পক্ষে পড়েছে। এটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে ম্যাক্রোঁ কোনো পোড়খাওয়া রাজনীতিক নন। সদ্য গড়ে ওঠা তাঁর দল—'রিপাবলিক অন দি মুভ'—প্রকৃত অর্থে কোনো রাজনৈতিক দলই নয়। সর্বোপরি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পর এত কম বয়সের কেউ ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনটিও বেশ চমকপ্রদ। তাঁর থেকে ২১ বছরের বড় তাঁরই স্কুলশিক্ষিকাকে তিনি বিবাহ করেছেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে ম্যাক্রোঁ চরিত্রগতভাবে ব্যতিক্রমী।

এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ফ্রান্সে এক-চতুর্থাংশ ভোটার ভোটই দেননি। পার্লামেন্ট নির্বাচনেও অর্ধেকের বেশি ভোটার ভোট দেননি। যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের বিবেচনায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ম্যাক্রোঁ শুধু রাষ্ট্রপদি পদে নির্বাচিত হয়েছেন তাই নয়, তাঁর দল এবং অন্য একটি মধ্যপন্থী দল জোট গড়ে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের ৫৭৭টি আসনের মধ্যে ৩৫০টি জিতে নিয়েছেন। ফ্রান্সে নির্বাচন-পরবর্তী জোট গঠন খুব স্বাভাবিক ঘটনা হলেও নির্বাচনের আগেই জোট গড়ে লড়াই করা খুব একটা দেখা যায়নি আগে। এইসব কারণেই ম্যাক্রোঁর জয়কে অনেকে বাস্তববাদিতা এবং মতাদর্শগত নিরপেক্ষতার জয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মতাদর্শগত নিরপেক্ষতাকে মেনে নেওয়া কঠিন হলেও রাজনীতিতে বাস্তববাদিতার প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখার প্রশ্নটি এবার বোধ হয় একটু বেশি গুরুত্ব পাবে। সে যাই হোক, রাজনীতিতে নবাগত ম্যাক্রোঁ তাঁর নবাগত দলীয় সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন তার ফলাফল এখনই আন্দাজ করা কঠিন। তবে কিছু আশাব্যঞ্জক ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটেছে। যার একটি হল ফ্রান্সের নতুন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রপতির করমর্দন। প্রতীকী হলেও করমর্দনে ম্যাক্রোঁ ট্রাম্পকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে খুব বেশি চাপ দিয়ে লাভ হবে না। রাজনীতিকে অনৈতিকতা এবং অসততা থেকে তিনি মুক্ত করবেন এই প্রতিশ্রুতি যে শুধুমাত্র কথার কথা নয় তা তিনি ইতিমধ্যেই বোঝাতে শুরু করেছেন। মন্ত্রীসভা থেকে দুজন মন্ত্রী আর্থিক অসততার অভিযোগে অপসারিত হয়েছেন। যে দলটি তিনি গড়ে তুলেছেন সেখানে প্রতিষ্ঠিত কোনো রাজনৈতিক দল ভাঙিয়ে কাউকে নিয়ে আসা হয়নি। খুব বেশি আস্ফালন না করেও তিনি বুঝিয়ে দিতে কসুর করেননি যে তিনি তাঁর কাজে আন্তরিক। একে একালের ফরাসি বিপ্লব বলা না গেলেও বোধহয় প্রতিবিপ্লব বলা ঠিক হবে না।

১৪ জুলাই জাতীয় বনমহোৎসব দিবস

কাজী আবদুল করিম

১৫৯৮ সালে 'ল'জ অব দ্য ফরেস্ট'-র ফরেস্টের (অরণ্য) যে বিবরণ দেওয়া আছে তা হল 'গাছ এবং চারণভূমি সম্পন্ন একটি অঞ্চল, যেখানে বন্য পশু এবং পাখিরা রাজার ছত্রছায়ায় এবং রাজার আনন্দের জন্য বাস করে।'

এখন অরণ্যের বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। পৃথিবীর স্থলভাগের মাত্র ৩০ শতাংশ অঞ্চলে অরণ্য আচ্ছাদন আছে। এই অরণ্যের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে গাছের সংখ্যা কত, কি ধরনের গাছ, সেখানে ফাঙ্গাসের মতো স্বাভাবিক প্রজাতিগুলি উপস্থিত কিনা— এগুলির ওপর নির্ভর করেই অরণ্যের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়।

পৃথিবীর ৭০০ কোটি মানুষের মধ্যে ৩০ কোটি মানুষ অরণ্যে বাস করে, আর ১৬০ কোটি মানুষের জীবিকা অরণ্যের উপর নির্ভরশীল।

রাষ্ট্রসংঘ ২০১১ সালকে 'আন্তর্জাতিক অরণ্য বর্ষ' ঘোষণা করে এবং সবুজ ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেককে একটি গাছ লাগানোর আহ্বান জানায়। এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে অরণ্য সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং অরণ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের কাজে গতি আনতে সাহায্যের আহ্বান জানায়। যতদূর জানা যায় অরণ্য ব্যবহার ও তার ব্যবস্থাপনার কাজ প্রথম শুরু হয়েছিল চিন দেশে। ষোড়শ শতাব্দীতে চিনের পণ্ডিত জু গুয়াংকি অরণ্যের সুস্থায়ী উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিষদভাবে লেখেন। তারপর এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা জাপান এবং জার্মানিতে শুরু হয়।

উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং ব্রিটিশ- শাসিত ভারতে অরণ্য সংরক্ষণের কাজ আরম্ভ হয়। পৃথিবীর সবথেকে বড় 'রেন ফরেস্ট' যাকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়, তা হল আমাজন নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের স্ত্রী লেডি কার্জন কাজিরাঙ্গা ফরেস্টকে কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক করার প্রস্তাব দেন। ১৯০৮ সালে এটি সংরক্ষিত অরণ্যের স্বীকৃতি পায়। ১৯৭৪ সালে ভারত সরকার কাজিরাঙ্গা ফরেস্টকে কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্কের স্বীকৃতি দেয়। পরে আরো ন্যাশনাল পার্ক স্বীকৃতি পায়। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ-এর তালিকায় ভারতের বেশ কয়েকটি ন্যাশনাল পার্ক-এর স্বীকৃতি হয়েছে। যেমন কাজিরাঙ্গা, কেউলাদেও, মানস ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি, সুন্দরবন, নন্দাদেবী অ্যান্ড ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স প্রভৃতি।

ভারতের ভৌগোলিক এলাকার ২১ শতাংশ জঙ্গল বা অরণ্য। একদিকে যেমন এই অরণ্য বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, অপরদিকে হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার অরণ্যাঞ্চলকে নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে। ফলে বাড়ছে উষ্ণায়ন বাড়ছে বন্যার প্রকোপ। অপরদিকে বহু প্রজাতি ও প্রাণীর অস্তিত্ব সঙ্কটে। সেই সঙ্গে মানুষের ভবিষ্যৎ হয়ে পড়ছে বিপন্ন।

পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বড় রেন ফরেস্ট হল 'সুন্দরবন'। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ অরণ্য। বিশ্বে মোটামুটি ৫০ ধরনের ম্যানগ্রোভের মধ্যে ২৬টি আছে সুন্দরবনে। আছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সহ অনেক জলজপ্রাণী, পাখি এবং সরীসৃপ। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এই সুন্দরবনও আজ বিপন্ন। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত সুন্দরবন ১০ হাজার বর্গকিমি জুড়ে অবস্থিত। এর মধ্যে ৬ হাজার ১৭ বর্গ কিমি বাংলাদেশ সীমান্তে আর ৩ হাজার ৮৩ বর্গ কিমি পশ্চিমবঙ্গে। সুন্দরবন এখন তার ২৩৩ বর্গ কিমি আয়তন হারিয়েছে।

১৯২৮ সালের ১৪ জুলাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরের শান্তিনিকেতনে প্রথম বনমহোৎসব শুরু করেন বৃক্ষরোপণ করে। পরে এই দিনটি জাতীয় বনমহোৎসব দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। এখন এই দিবসটিকে কেন্দ্র করে বনমহোৎসব সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি চারা গাছ বিলি সহ নানা কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। পৃথিবীর উষ্ণায়ন রুখতে গাছের একটা ভূমিকা আছে। গাছ কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে যা মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র রসদ বা উপায়। তাই আসুন জাতীয় বনমহোৎসব পালন করি। গাছ লাগাই।

ছোট্ট খবর রাম ধাক্কা

বিক্রমাদিত্য রাজা

ভয়ানক গরমে রাতে দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। শরীরটা ভালো লাগছে না। মুখ হাত ধুয়ে বারান্দায় বসেছি। মৃদু-মন্দ হাওয়া দিচ্ছে। শরীরে আমেজ আনার চেষ্টা করছি। এমন সময় চায়ের গ্লাসটা হাতে ধরিয়ে দিয়েই গিন্নি বলে উঠল, কী গরম পড়েছে রে বাবা! বাবার জন্মে এত গরম দেখিনি। হলো টা কী দেশটার! আমারও মনে হল, সত্যি এত গরম অনেকদিন পড়েনি। সকাল ৭টাতেই রোদ যেন গিলে খেতে আসছে। কাজে বেরুবো কী করে। হঠাৎ হাতে থাকা খবরের কাগজে চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠলাম— আবহাওয়াটা পরিবর্তনের জন্য ২০৫০ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ নিহত হবে। এখনই প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে জল হাওয়া বদলের জন্য ম্যালেরিয়া, ডায়ারিয়া, অপুষ্টিতে— বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। আরও বলেছে বাতাস দূষণের জন্য যে ৭০ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে তা বাড়তি। ওই সংস্থা আরও বলছে জল-বায়ু বদল জীবনের প্রতি ক্ষেত্রকেই আঘাত করছে।

ভারতও বাদ যাবে না। ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতে মরবে ১ লাখ ৩৬ হাজার মানুষ—আর চিন দেশে ২ লাখ ৪৮ হাজার। গবেষণা বলছে মধ্য ও কম আয়ের দেশগুলি হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত—এদের মধ্যে চিন ও ভারত অন্যতম।

হাতের চায়ের গ্লাসটা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। মাথা ঝিমঝিম করছে। আগামী ৩৩ বছরে জল-হাওয়া বদলের কারণে এত মানুষ মারা যাবে! আমার অবস্থা দেখে গিন্নি বলল, হলো কী? এত কাঁপছ কেন? খবরের কাগজটা হাতে দিয়ে বললাম, দেখ।

ওমা! তাই তো! আমাদের কী হবে?

তাহলে বোঝ।

সে কি গো? আমাদের আয়ু আর ৩৩ বছর? আমার বয়স তো এখনও ৩২ হয়নি। আমাদের সরকার ঘুমুচ্ছে নাকি! পৃথিবীর কোটিপতি দেশগুলো কি সব ঘুমুচ্ছে?

আমি বললাম, কী জানি বাপু, কাগজেই লিখেছে প্যারিস সম্মেলনের জলবায়ু নীতি আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাহেব মানছেন না।

গিন্নি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, ওদের দেশের লোক মরছে না? জলবায়ু গরম হয়ে যাচ্ছে বলছ—ওদের দেশে জলবায়ু গরম হচ্ছে না?

উত্তরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলি, কী আর বলব। জলবায়ু দূষণের জন্য আমেরিকাই তো সব থেকে বেশি দায়ী। ওদের কারখানা থেকেই সবথেকে বেশি বিষাক্ত গ্যাস বেরোয়। পৃথিবীর সব দেশ থেকে যে বিষাক্ত গ্যাস পেরোয় তার ১০০ ভাগের মধ্যে ১৫ ভাগই বেরোয় আমেরিকা থেকে। কাগজে তাই বলছে। আবার ওরাই বলছে, প্যারিস চুক্তি মানিনা। এত খরচ করতে পারব না। আগে বাঁচুক আমেরিকা, পরে বাঁচবে পৃথিবী।

গিন্নি চট করে বলে উঠল, আপনি বাঁচলে বাপের নাম—তাই তো? তবে বাপু, ওরা বাঁচলেও সমাজ-সংসার বাঁচবে কী করে? পৃথিবীকে না বাঁচিয়ে ওরা বাঁচতে পারবে? একটু বুদ্ধিও কী ট্রাম্প সাহেবের ঘটে নেই! কালিদাস নাকি? যাই বাপু, তরকারি পুড়ছে, বলে গিন্নি হনহন করে চলে গেল।

আমি ভাবতে বসলাম। আকাশ পাতাল ভেবে কোনো কুল-কিনারা পেলাম না। কাগজে লিখছে জি-২০ সম্মেলনে অন্য দেশগুলির কাছে পর্যুদস্ত হয়েও ট্রাম্প সাহেব লম্ফ-ঝম্ফ করে চলেছেন, আর পৃথিবীর মৃত্যুঘন্টা বাজাচ্ছেন। আর ভাবতে পারি না। কাজে যাবার সময় হয়ে গেল— যাই চান করতে হবে। তবে আজকের খবরের কাগজের খবরগুলো সকলকে বলতে হবে—তা না হলে জাহাজ ডুবলো যে।

চারাপোনা ছাড়া হল

—প্রথম পাতার পর

কালনা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই, মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক মধুসূদন সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী পাল প্রমুখ। মহকুমা শাসক বলেন, এলাকার স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগিয়ে মাছ উৎপাদন করা হবে। পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বরেই ফল ও সবজি উৎপাদনেও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ জুলাই : জনশিক্ষা ও চেতনার বিস্তার, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ, কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে শপথ নিয়ে কালনাসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে পালিত হল বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। কালনা মহকুমা হাসপাতালের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে। তার আগে অমরনাথ যাত্রীদের উপর আক্রমণকারীদের তীব্র ধিক্কার এবং মৃত যাত্রীদের স্মৃতির প্রতি নীরবতা পালন করা হয়।

অনলাইনেও গণ্ডগোল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১৫ জুলাই : অনলাইনেও গণ্ডগোল। ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেও দলের ছাত্রনেতাদের টাকার বিনিময়ে কম নম্বরে ভর্তি করা আটকাতে পারলো না রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। ভাতাড় কলেজেও ভর্তি এবং দখলদারি নিয়ে বহিরাগতদের নিয়ে এস.এফ.আই. কর্মীদের মারধোর করে তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা। পুলিশের সামনেই এস.এফ.আই নেতা সেখ রাজেশকে বেধড়ক মারে। এর প্রতিবাদে কলেজে বিক্ষোভ সভা করে এস.এফ.আই। সেই সময় ছাত্রনেতা রানা চক্রবর্তীকে মারধোর করে তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা। পরে এস.এফ.আই প্রতিরোধ গড়ে তুললে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।

লাগাতার হামলার প্রতিবোদে ১৫ জুলাই গণতান্ত্রিক মানুষজন বিশাল মিছিল করে। হামলার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হয়। মিছিল ভাতাড় বাজার পরিক্রমা করে নাসিগ্রাম মোড়ে শেষ হয়। বক্তব্য রাখেন কৃষকনেতা সুভাষ মণ্ডল, বামাচরণ ব্যানার্জী, নজরুল হক, ছাত্রনেতা সৌমেন কার্ফা, চন্দন সোম, সফিকুল ইসলাম প্রমুখ। দুষ্কৃতীদের পুলিশ না ধরলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেন নেতৃবৃন্দ। পুলিশের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন সকলেই।

প্রার্থী তালিকা ও নিবাচনী ইস্তাহার প্রকাশ

—প্রথম পাতার পর

জেলা সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী। মোট ৪৩টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট ৩৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সি.পি.আই(এম) ৩১, ফরওয়ার্ড ব্লক ১ ও সিপিআই ৩টি কেন্দ্রে প্রার্থী দিচ্ছে। একটি কেন্দ্রে নির্দল (৯ নং ওয়ার্ড) প্রার্থীকে সমর্থন করবে বামফ্রন্ট। ফরওয়ার্ড ব্লক-এর প্রার্থী সহ সিপিআই(এম)-এর ৩০ জন প্রার্থীর নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। নির্দল প্রার্থী, সিপিআই(এম)-এর ১ জন ও সিপিআই-এর ৩ জন প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়। বাকি ৮টি আসনে তৃণমূল ও বিজেপি-র বিরুদ্ধে 'উপযুক্ত' ও 'লড়াকু' প্রার্থী কে বামফ্রন্ট সমর্থন করবে।

এ প্রসঙ্গে কর্মীসভায় বলতে গিয়ে সূর্যকান্ত মিশ্র কোনোরকম 'জোট' বা আসন সমঝোতা দুর্গাপুরের পৌর নির্বাচনে হচ্ছে না বলে জানিয়ে দেন। দুর্গাপুরের পৌর নির্বাচনে বামফ্রন্টকে বিপুল ভাবে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে একের পর এক শিল্পকে ধ্বংস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে শিল্প শহরকে চরম দুর্দশার দিকে ঠেলে দিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। রাজ্যের তৃণমূল শাসনে শাসক দলের চরম সন্ত্রাসের মুখোমুখি হয়েও দুর্গাপুরের মানুষ বুক চিতিয়ে লড়াই করছে। নির্বাচনে অবধারিত পরাজয় জেনে তৃণমূল পৌর নির্বাচন না করার ফন্দি এঁটেছিল। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় এখন ভোটের দিনে সন্ত্রাস করার ফিকির করছে। নির্বাচন কমিশন-পুলিস-প্রশাসনের উপর ভরসা না করে, তিনি তৃণমূলের নির্বাচনী সন্ত্রাস 'দমন' করার জন্য সব রকমের পন্থা অবলম্বনের জন্য বাম কর্মীদের কাছে আহ্বান জানান। অন্যদিকে বিজেপির সাম্প্রদায়িক নীতি সম্পর্কে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে, তিনি সাম্প্রতিক বসিরহাট ও দার্জিলিং-এর ঘটনা রোধে ব্যর্থতার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেন। নারদা-সারদা কেলেঙ্কারি তদন্তের জন্য সিবিআই-এর অযথা কালক্ষেপ ও মমতা ব্যানার্জীকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে না পাঠানোর জন্য, শ্রীমিশ্র ২০১৪ সালের মোদির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে সিবিআই—ইডি-র উচিত কালিঘাটে গিয়ে মমতা ব্যানার্জী ও তার পরিবারের বিপুল পরিমাণে সম্পদ বৃদ্ধির রহস্য ভেদ করা। দুর্গাপুরকে রক্ষা করতে, শিল্প রক্ষা করতে, গণতন্ত্র বজায় রাখতে, সাম্প্রদায়িকতা রুখতে, স্বচ্ছ ও দুর্নীতি মুক্ত পৌর বোর্ড গঠনের স্বার্থে তিনি আসন্ন দুর্গাপুর নগর নিগমের নির্বাচনে বামফ্রন্টকে জয়ী করার আহ্বান জানান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মদন ঘোষ, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন সন্তোষ দেবরায়।

স্বস্তি পাট চাষির

—প্রথম পাতার পর

পাট চাষ হয়েছে। পাট কাটার সময় হয়ে গেলেও জলের অভাবে তা কাটা যাচ্ছিল না। যদিও কিছু কৃষক পাট কেটে পচানোর জন্য তা ট্রাক্টর করে বয়ে দূরে নদীতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বৃষ্টির পর সেই সঙ্কট আর কৃষকদের রইল না। পাট কেটেই আমন ধানের চারা রোপণ শুরু করতে হবে কৃষকদের। তা না হলে আমন চাষ নাবি হয়ে ফলনে মার খাবে।

প্রগতিশীলদের বিপুল জয়

—প্রথম পাতার পর

কালক্ষেপ করে বলে অভিযোগ করেন বিদায়ী পরিচালন সমিতির সম্পাদক মনোজ চক্রবর্তী ও ভাইস চেয়ারম্যান সুদর্শন মজুমদার। তারা দাবি করেন যে জনগণের এই রায় বিদায়ী পৌর বোর্ড (দুর্গাপুর নগর নিগম)-এর পৌর পরিষেবার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যর্থতা, রাজ্য সরকারের সমবায় পরিচালনায় পর্বত-প্রমাণ গাফিলতির বিরুদ্ধে এবং সমবায় পরিচালনায় বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের ঐকান্তিক ও নীতিনিষ্ঠ প্রচেষ্টার পক্ষে রায়। দুর্গাপুর পৌর নির্বাচনের পূর্বক্ষণে, দুর্গাপুর নগর নিগমের বিদায়ী মেয়র অপূর্ব মুখোপাধ্যায়ের নিজের ওয়ার্ডে (২২ নং ওয়ার্ড) বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের এই বিশাল জয় বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মানুষ মনে করছেন। বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় এই জয়ের জন্য সেইল সমবায় অঞ্চলের নাগরিকদের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯৮৭ সালের ১১ জুলাই, ৫০০ কোটি। ২. নেফাতালি রিকার্ডো রেইয়েস বাসয়ান্টো। ১৯০৪ সালের ১২ জুলাই। ৩. ১৯১০ সালের ১৩ জুলাই, বাংলাদেশের ফরিদপুরের কোঁয়ারগ্রামে, মৃত্যু ২৯.১১.১৯৮২। ৪. উরুগুয়েতে, ১৯৩০ সালের ১৩ জুলাই, উরুগুয়ে দল। ৫. প্রথম নাম ছিল জুলেরিমে কাপ। পরে নাম হয় ফিফা কাপ। ৬. ১৪ জুলাই, ১৯২৮ সাল। ৭. ১৯৭৯ সালের ১৪ জুলাই, 'জজ সাহেব' নাটক। ৮. ১৮২০ সালের ১৫ জুলাই, বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামে। ৯. ১৮৫৪ সালের ১৫ জুলাই, দুই পয়সা। ১০. ১৯০৮ সালের ১৬ জুলাই, গভর্নর স্যর অ্যান্ড্রু ফেজার। ১৯১০ সালের ৯ নভেম্বর ১২৭ শয্যা। ১১. ১৮৬৩ সালের ১৭ জুলাই, নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। মৃত্যু ১৭.৫.১৯১৩। ১২. ১৯৪৮ সালের ১৭ জুলাই।

খামখেয়ালি বর্ষা দেরিতে আমন

—প্রথম পাতার পর

হচ্ছে তো রায়না ব্লকে বৃষ্টি নেই। আবার ব্লকের সমস্ত জায়গাতে বৃষ্টি নেই। যেখানে মাথার উপর মেঘ সেখানে বৃষ্টি। অর্থাৎ রাস্তার এপারে বৃষ্টি তো ওপারে নেই। ঠিক যেন শরতের বৃষ্টি। বিশেষজ্ঞদের মত একটা মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি নয়।

গতবার ৪ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর আমন চাষ হয় জেলাতে। এবার জেলা ভাগ হয়ে পূর্ব বর্ধমানে ৩ লাখ ৭৫ হাজার হেক্টর জমিতে চাষের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কৃষি দপ্তর। সাবমার্শিবল এলাকাগুলিতে পুরোদমে রোয়ার কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান এলাকার দশ ভাগ এলাকায় রোয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুলাই মাস সামান্য বৃষ্টি পেয়েছে। জুন মাসে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের ঘাটতি নিয়ে জুলাই মাসেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের ঘাটতি অনেকটাই।

এদিকে ডিভিসি ক্যানেলগুলিতে ২৬ জুলাই থেকে জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাঁচ দফায় ৭০ হাজার একর ফিট জল দেবে ডিভিসি। ক্যাচমেন্ট এলাকাতে ভালো বৃষ্টিপাত না হওয়ায় জলাধারগুলিতে এবার জলধারণ অনেক কম। তবুও চাষে যাতে দেরি না হয় সেজন্য জমা জল ক্যানেলে দেবে। একথা জানিয়েছেন সেচ দপ্তরের কমিশনার হরি বামালু। জল দেওয়া হবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। এদিকে পূর্ব বর্ধমানে খেতমজুররাও পড়েছে বিপাকে। সর্বত্র একসঙ্গে জলের অভাবে চাষ শুরু না হওয়ায় কম মজুরিতে অন্যত্র খাটতে যাচ্ছে খেতমজুররা। অর্থাৎ চাহিদা-যোগানের তত্ত্বে মজুরি কমে যাচ্ছে। খেতমজুর ইউনিয়নের ডাকা খেতমজুর আন্দোলন মার খাচ্ছে। ভালো বর্ষা না হলে আমন চাষ যেমন মার খাবে তেমনি খেতমজুরদের কাজও কমবে।

জেলায় সম্প্রীতি রক্ষার মিছিল

—প্রথম পাতার পর

চায়। মানুষকে সংগঠিত হয়ে এই অপচেষ্টাকে রুখতে হবে।

বামপন্থীদের ডাকে মেমারিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, রক্ষায় সিটু অফিসের সামনে থেকে এক বিশাল মিছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ডাকে। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন সনৎ ব্যানার্জী। আউসগ্রাম থানার প্রতিটি এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে গুসকরায় এক বিশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।

বিডিও-কে স্মারকলিপি

—প্রথম পাতার পর

প্রতিনিধিদল কালনা-২ বিডিও-র হাতে দাবিসম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন। একইভাবে দুই সংগঠনের কালনা-১ ব্লক কমিটির উদ্যোগে লিচুতলাস্থিত কালনা-১ বিডিও-র দফতরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন ক্ষেতমজুররা। বক্তব্য রাখেন বীরেন ঘোষ মধুসূদন সিংহরায়, গৌতম দত্ত, মানস রায় প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সুকুল শিকদার। বিডিও-র হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন নির্মল সিংহরায়, আব্দুল মান্নান, রাখহরি সেন প্রমুখের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল। এদিন বক্তারা বলেন— খেতমজুরদের সরকার-নির্ধারিত মজুরি (২২৬ টাকা বা ১৭০ টাকার সাথে দু কেজি চাল) দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি কৃষিঋণ মুকুব, ফসলের লাভজনক দাম, সকল গরিবকে খাদ্য সুরক্ষার কার্ড প্রদান, ১০০ দিনের বদলে ২০০ দিনের কাজ দিয়ে ৩০০ টাকা মজুরি দিতে হবে। এইসব দাবির পাশাপাশি বক্তারা বিভিন্ন ব্রিজ নির্মাণ ও কয়েকটি রাস্তা সংস্কারের দাবিও করেন।

সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন মেমারি-১ জোনাল কমিটি এবং কৃষকসভার সহযোগিতায় খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে মেমারি বিডিও-কে ডেপুটেশন দিলেন খেতমজুররা। মেমারির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় দুশো খেতমজুর বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে জমায়েত হন। জমায়েত সভায় বক্তব্য রাখেন খেতমজুর জোনাল সম্পাদক বাসুদেব ক্ষেত্রপাল, সুফল টুডু, কৃষকসভার পক্ষে সম্পাদক জয়দেব ঘোষ। সভা থেকে ৫ জনের এক প্রতিনিধিদল গিয়ে বিডিও শৈলশিখর সরকারের হাতে ডেপুটেশনের কপি তুলে দেন। ৮ দফা দাবি এবং ২২৬ টাকা মজুরি দিতে হবে এই দাবি জানান তাঁরা।

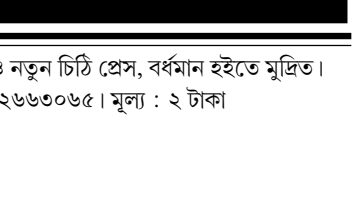

সারা ভারত কৃষকসভা ও খেতমজুর কমিটি গুসকরা জোনালের আহ্বানে ব্লকের ৭টি পঞ্চায়েত ও পৌর এলাকার কৃষিজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

রেগা প্রকল্পে ৩০০ টাকা মাইনে ও বছরে ২০০ দিনের কাজ, কর্মরত শ্রমজীবী মানুষদের প্রতিদিন ১৭০ টাকা ও ২ কেজি চালের দাবি, সকলকে ২ টাকা কেজি দরে চাল, বিদ্যুতের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার, গরিবের গৃহনির্মাণ সহ পরিষেবা ক্ষেত্রে তৃণমূলী প্রশাসনের দলবাজি বন্ধ করা প্রভৃতি একগুচ্ছ দাবি বিডিওর পরিবর্তে জয়েন্ট বিডিওর নিকট পেশ করা হয়।

কৃষক নেতা রবীন টুডু, নারায়ণ ঘোষ, আফসোনা বেগম, মনোজ সাউ, মদন হাঁসদা, মংগলা মারডি, সোম মারডি, মিহির সরেন, ইউসুফ আলি, বাসু মেটে দাবিগুলি সম্পর্কে কার্যকরি পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেও সমগ্র কর্মসূচিতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

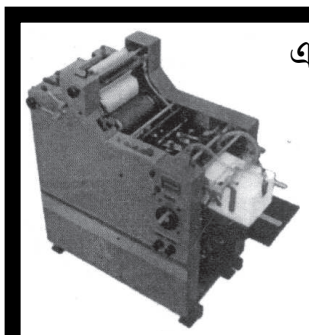
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
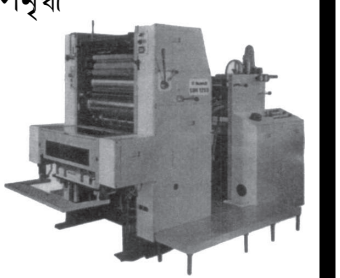
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা